ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৭৭

আগরতলা,৮ সেপ্টেম্বর,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

''স্বাস্থ্য দপ্তরের নিস্পৃহতায় ভুগছেন মানুষ 'জিবি'র পরিষেবা জুনিয়র নির্ভর সিনিয়র বিশেষজ্ঞদের দেখা নেই, 'হাসপাতাল দেখে মুগ্ধ মন্ত্রীর 'ওয়াও'!,''এই শিরোনামে স্যন্দন পত্রিকায় গত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, এই সংবাদ প্রতিবেদনে জুনিয়র চিকিৎসক ও সিনিয়র চিকিৎসকদের সম্পর্কে যা ব্যক্ত করা হয়েছে তা সঠিক নয়। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের সিনিয়র ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা নিয়মিত বহির্বিভাগ, ওয়ার্ড ভিজিট, অপারেশন ও একাডেমিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকেন। জরুরি রোগীর ক্ষেত্রে তাঁরা রাতেও অন কল ও অন সাইট ভিত্তিতে পরিষেবা দিয়ে থাকেন। প্রতিদিন রাত ১০টা পর্যন্ত একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ওয়ার্ডে উপস্থিত থাকেন। এরপর রাতের শিফটে একজন সিনিয়র পিজিটি (Post Graduate Trainee) ওয়ার্ড নাইট শিফটে ও অন কল পরিষেবা প্রদান করেন। এই ডিউটি রোস্টার প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রদর্শিত ও সংরক্ষিত থাকে। ইন্টার্ন ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসকরা তাদের নিজস্ব শিক্ষার স্বার্থে ওয়ার্ডে নিয়মিত উপস্থিত থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা দক্ষতা অর্জন করে থাকেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তারা ওয়ার্ডে কাজ করেন, তবে সর্বদা সিনিয়র চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন(NMC)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ডিউটির সময় নির্ধারিত এবং সেই অনুসারে রোস্টার তৈরি হয়। সকল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বায়োমেট্রিক হাজিরা বাধ্যতামূলক এবং তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়। জুনিয়র চিকিৎসকদের জন্য বিশ্রামাগার, ক্যাফেটোরিয়া, রেশনালাইজড ডিউটি আওয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ধাপে ধাপে উন্নত করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক নিয়োগ প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত ও কার্যকর হয়। জনসাধারণকে মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা ও স্বাস্থ্য দপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

*****